কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 11 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ২ ...

নকল ধরা পড়লে সুনাম ক্ষুণ্ন হয়

বললেন কাপাসিয়া কলেজের অধ্যক্ষ

আঞ্চলিক প্রতিনিধি, গাজীপুর ▷

গাজীপুরের কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজে পরীক্ষার্থীর বহিষ্কার রহিত করার ঘটনার ১১ দিন পরও দায় স্বীকার করেননি ওই অধ্যক্ষ। উপরন্তু নিজেকে রক্ষার জন্য তিনি নানা কূটকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছেন। কলেজে পরীক্ষায় নকল ধরা পড়া ও এ নিয়ে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে কলেজের সুনাম ক্ষুণ্ন হয় বলে দাবি করেন তিনি। গাজীপুরের জেলা প্রশাসকের নির্দেশে কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ঘটনা তদন্ত করলেও গতকাল রবিবার পর্যন্ত পরীক্ষার্থীর বহিষ্কার কার্যকর হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে চলতি ডিগ্রি পরীক্ষায় গত ৩০ এপ্রিল বইয়ের পাতা দেখে পরীক্ষা দেওয়ার সময় পরীক্ষার্থী আফরোজা (রোল নম্বর ৩৬০৪০৭৩) কক্ষ পরিদর্শকের হাতে ধরা পড়েন। পরে কক্ষ পরিদর্শক কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের ইসলাম শিক্ষা বিভাগের প্রধান আলী এরশাদ হোসেন আজাদ পরীক্ষার খাতায় নকল পিনআপ করে তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকক্ষের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকের হাতে তুলে দেন। কিন্তু কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ, ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রসচিব মো. সানা উল্লাহ্ বিষয়টি জানতে পেরে ওই পরীক্ষার্থীর বহিষ্কার রহিত করেন। এ ঘটনা নিয়ে গত ৩ মে কালের কণ্ঠে 'নকলবান্ধব অধ্যক্ষ' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নুরুল ইসলাম কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কলেজের কয়েকজন শিক্ষক জানান, ঘটনা প্রকাশ পেলে কলেজের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার অজুহাতে অধ্যক্ষ মো. সানা উল্লাহ্ অনেককে সংগঠিত করার চেষ্টা করছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘটনা কারো কাছে প্রকাশ না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু আলী এরশাদ হোসেন আজাদ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে ঘটনা প্রকাশ করায় খেপে যান অধ্যক্ষ। ওই শিক্ষকরা আরো জানান, এরপর অধ্যক্ষসহ তাঁর অনুসারী শিক্ষকরা আলী এরশাদ হোসেন আজাদকে জড়িয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার ছড়ান। বলা হয় যে এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডার পর নিজের ক্ষমতা দেখাতেই নাকি ওই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেন। কাপাসিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনা তদন্তের জন্য গত ৫ মে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজে যান। তখন তিনি অধ্যক্ষসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকক্ষের সদস্যদের সঙ্গে কথা বললেও তাঁরা বহিষ্কারের ঘটনা অস্বীকার করেন। সূত্র মতে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকক্ষের দায়িত্বে থাকা দুজন সদস্য উপাধ্যক্ষ হওয়ার জন্য তদবির করছেন। এ ক্ষেত্রে অধ্যক্ষকে তাঁরা বিরাগভাজন করতে চান না। এ জন্য অধ্যক্ষের কথামতো ওই ঘটনা তাঁরা অস্বীকার করছেন।

অভিযুক্ত কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. সানা উল্লাহ্ দাবি করেন, কক্ষ পরিদর্শক আলী এরশাদ হোসেন আজাদ বহিষ্কার করে থাকলে অধ্যক্ষের তা রহিত করার ক্ষমতা নেই। যেহেতু পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কারই করা হয়নি, তাই বহিষ্কার রহিত করারও প্রশ্ন আসে না। অধ্যক্ষ দাবি করেন, কেন্দ্রে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কাপাসিয়া থানার পিএসআই রাসেল কবিরের সঙ্গে ওই শিক্ষকের বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল। পুলিশ কর্মকর্তাকে নিজের ক্ষমতা দেখাতে আলী এরশাদ আজাদ ওই পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছেন। বাগ্‌বিতণ্ডার বিষয়টি ওই পুলিশ কর্মকর্তা তাঁকে জানিয়েছেন।

তবে যোগাযোগ করা হলে পিএসআই রাসেল কবির বলেন, 'আমার সঙ্গে আলী এরশাদ হোসেন আজাদ স্যারের কোনো বাগ্‌বিতণ্ডা হয়নি। এটা অপপ্রচারমাত্র।'